সমকাল

তারিখ ০৪ JUL 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

চট্টগ্রামে কলেজে ভর্তি নিয়ে সংকট কাটেনি

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

ফজিলাতুন্নেসা পাস করেছে নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে। সে আবেদন করে চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজসহ ছয়টি কলেজে। পছন্দের তালিকায় থাকা প্রথম কলেজ চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজে ভর্তির সুযোগও পেয়েছে। তবে ভর্তি হতে গিয়ে জানতে পারে– সে সুযোগ পেয়েছে শিক্ষা কোটায় (ইকিউ)। যদিও সে ওই কোটায় আবেদন করেনি। তাই ফজিলাতুন্নেসা এ সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন করে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে। ফজিলাতুন্নেসার মতো গত তিন দিনে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করেছে প্রায় ১০০ জন। এসব আবেদনে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য বুয়েটে পাঠানো হলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান আসেনি। তাই একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির তারিখ শেষ হয়ে আসায় উৎকণ্ঠায় আছে চট্টগ্রামে ফজিলাতুন্নেসার মতো শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, 'শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া আবেদনগুলো শিক্ষা সচিবের নির্দেশে বুয়েটে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনোটার সমাধান পাওয়া না গেলেও এসব সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে বলে আশা করছি।'

ফজিলাতুন্নেসার বাবা জয়নাল আবেদীন বলেন, 'আবেদন করার তিন দিনেও সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় আমরা হেল্প লাইনে ফোন করেছিলাম। সেখান থেকে আমাদের জানানো হয় সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তবে অনলাইনে গিয়ে দেখি ফজিলাতুন্নেসার ইকিউ কোটা এখনও আছে। তাই সুযোগ পাওয়ার পরও সে ভর্তি হতে পারছে না পছন্দের কলেজে। সে আদৌ ভর্তি পারবে কি-না সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন পরিবারের সব সদস্য।'

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের কলেজ শাখা সূত্রে জানা যায়, একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর প্রথম দিন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আবেদন আসে ৩০টি। পরের দিন বুধবার জমা হয় ৩৬টি। আর বৃহস্পতিবার জমা হয় ২৬টি আবেদন। এসব আবেদনের মধ্যে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পূরণ না করার পরও এফকিউ কোটা চলে আসা, শিক্ষা কোটা পূরণ না করে ইকিউ কোটা আসা। আবার মুক্তিযোদ্ধা কোটা পূরণ করলেও সেটি না আসা। কলেজের ইআইআইএন নম্বর ভুল পূরণ করা। জিকিউ কোটা না পাওয়া। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বাংলা কলেজের পরিবর্তে ইংলিশ কলেজ সিলেক্ট হওয়াসহ বিভিন্ন সমস্যা।

তবে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় পড়েছে যেসব শিক্ষার্থী দূরের কলেজে ভর্তির নির্দেশ পেয়েছে। এসব শিক্ষার্থীর আবেদন সংখ্যাই বেশি বলে জানা গেছে। এমন একজন শিক্ষার্থী অর্ণব বড়ুয়া। তার বাবা বিজন বড়ুয়া বলেন, 'আমার ছেলে আবেদন না করলেও কে বা কারা তার নামে বিজ্ঞান কলেজে আবেদন করেছে জানি না। ভর্তির ফল প্রকাশের পর জানতে পারি সে সুযোগ পেয়েছে চট্টগ্রাম বিজ্ঞান কলেজে। তাই বিষয়টি সমাধানের জন্য শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করেছি তিন দিন আগে। এখন তিন দিন পার হলেও কোনো সমাধান পাইনি। আবার বিজ্ঞান কলেজে ভর্তি না করালে পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো কলেজে আসন খালি থাকবে কি-না তাও বুঝতে পারছি না। তবে বিজ্ঞান কলেজে ভর্তি ফি ও বেতন বেশি হওয়ায় সে কলেজে ভর্তি করাতেও পারছি না আমি।'